অপেক্ষার প্রহর

শেফালী আগাথা গমেজ

বেশি দিন আগের কথা নয় আমাদের ছয় জনের অনেক দিনের ইচ্ছা ট্রেনে করে দূরে কোথাও বেড়াতে যাব। হঠাৎ আমাদের সে সুযোগ এলা। সিস্টার মালতি আমাদের অফার দিল তাদের বাড়ি রাজশাহী যাওয়ার জন্য। আমরা এই অফার পেয়ে রাজি হলাম। আমাদের যাওয়ার তারিখ ঠিক হল ২৬ শে ডিসেম্বর সকালের ট্রেনে। ২৫ শে ডিসেম্বর আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দে বড়দিন পালন করলাম। পরের দিন ২৬শে ডিসেম্বরের সকাল ৮ টায় আমাদের ট্রেন। আমরা সবাই ৬টায় বাড়ি থেকে বের হলাম। আমরা গিয়ে পৌঁছালাম সাড়ে ৭টার সময়। গিয়ে শুনি আমাদের ট্রেনটা অর্ধেক রাস্তায় এসে নষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা শুনে আমাদের সবার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু পরে শুনি রাজশাহীর একটা ট্রেন আছে। সে ট্রেন এসে ঢাকায় যাবে যাত্রী নামিয়ে তারপর এসে আমাদের নিয়ে যাবে। সে ট্রেন কখন আসবে সে কথা কেউ জানেনা। এই কথা শুনে আমরা সবাই ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং আমরা সবাই দয়াময়ী মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। এই ভাবে প্রার্থনা ও অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ মা মারীয়া আমাদের উপর দয়া করল এবং তার আশীর্বাদে আমাদের ট্রেন এসে পড়ল। আমরা সবাই মিলে মা মারীয়াকে ধন্যবাদ দিলাম। এবং আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হল সে দিন যদি দয়াময়ী মা আমাদের দয়া না করতেন তাহলে আমাদের অপেক্ষার প্রহর কোনদিনও শেষ হতো না। মা হল দয়াময়ী ও করুণাময়ী। ■

• •

ইস্টার সানডে

অতুল আই, গমেজ

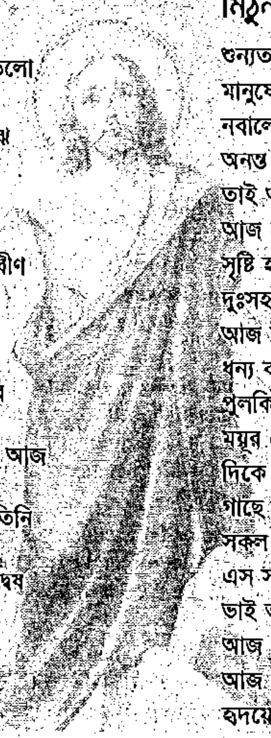

ভূঁধর কাঁপলো কবর ছাড়লো
মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু,
তাইতো খুশী ধরার মাঝে
হাসছে বৃদ্ধ শিশু॥
বাজছে আজি সুর ধ্বনি
জাগলো যীশু আজ,
একতারা ঢোল সেতার বীণ
বাজরে আজি বাজ॥
পাপের বন্ধন ছিন্ন হলো
স্বর্গ দুয়ার খুললো,
নারী-পুরুষ শিশু কিশোর
গির্জা মুখী ছুটলো॥
চলছে সেথায় প্রাণ খুলে আজ
পুনরুত্থানের গান,
মানব পাপের জন্যেই তিনি
হয়েছিলেন কোরবান॥
ভুলবো মোরা হিংসা বিদ্বেষ
চলবো মিলে মিশে
সকল গ্লানি সিদ্ধ আজি
পাপ পংকিল বিশ্বে॥

কবিতায় পুনরুত্থান

মিঠুন মাইকেল মৃধা

শুন্যতার বুকে পূর্ণতা আনতে এই উত্থান
মানুষের জন্য মুক্তি বারতায় এই উত্থান
নবালোকে পুনরুত্থান।
অনন্ত ধামের দ্বার আজ খোলা,
তাই আমাদের প্রাণে আনন্দের দোলা।
আজ কেটে গেছে আমাদের পঙ্কিল আঁধার,
সৃষ্টি হয়েছে বসন্তের বানে অধিকার।
দুঃসহ কষ্ট নিয়ে ছিলে আপন প্রাণে,
আজ উল্লাসে মেতে উঠি তোমার জয় গানে।
ধন্য কর আজ আমাদের প্রেমের প্রেরণায়
পুলকিত আজ তোমার অমৃত ধারায়
ময়ূর যেন পেখম মেলে নাচছে আজ
দিকে দিকে মৌ মৌ রঙ্গিন সাজ।
গাছে গাছে পাখির তানে ফুল জাগল
সকল বাদ্য ধ্বনি নতুন সুরে বাজল
এস সবে মিলে আজ প্রাণ খুলে
ভাই ভাই বন্ধন গড়ি সব ভুলে।
আজ পুন্য হব আশীষ শুভ্রদানে
আজ ধন্য হব আত্ম উৎসর্গদানে।
হৃদয়ে হৃদয়ে আজ তারুণ্যের মেলা
ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগন্ত জুড়ে ফুলের ডালা
ধ্বংস করব আজ সকল রিপুর স্তুপ
নির্মল করব আজ বজ্র কঠিন রূপ
আনন্দের সহিত আমাদের প্রার্থনার হোক জয়
রাজন হে তুমি, তুমি হে মৃত্যুঞ্জয়
তোমাতে মুক্তির অভ্যুদয়॥

জানা-অজানা

১। কোন দেশে কাচের সড়ক আছে?
উত্তর ঃ বেলজিয়ামে।
২। কোন দেশের মেয়েরা সাপের সাথে প্রেম করে?
উত্তর ঃ জাপানের সিকামের মেয়েরা।
৩। কোন দেশের লোকেরা বেশি খবরের কাগজ পড়ে?
উত্তর ঃ হংকং।
৪। বিবিসির প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর ঃ সিসিল সুইস।
৫। কাঁচের দেশ বলা হয় কোন দেশকে?
উত্তর ঃ বেলজিয়ামকে।
৬। কোন প্রাণী ৫০০ বছর বাঁচে?
উত্তর ঃ নিল তিমি।

সংগ্রহে- এঞ্জেলিকা পলিন গমেজ

কৌতুক

ডাক্তার রোগীকে কিছু ট্যাবলেট দিয়ে বললেন, আপনার মানসিক রোগ হয়েছে। কাজেই যে জিনিস আপনাকে দুঃখ দেয়, যে জিনিস দেখলে আপনি বিরক্ত হন তা কখনোই আপনার সামনে রাখবেন না। ফিরেও তাকাবেন না।
রোগী ঃ স্যার, তাহলে আপনার বিলের কাগজটা আমাকে দেবেন না, ওটা দেখলেই আমার দুঃখ হয়।

■■

পুলিশের স্ত্রী ঃ এই শুনছো, ঘরে চোর ঢুকেছে।
পুলিশ ঃ তা আমি কি করবো।
পুলিশের স্ত্রী ঃ কি করবো মানে? চোর ধরবে?
পুলিশ ঃ পারব না। আমার এখন ডিউটি নাই।

■■■

শিক্ষক ঃ তোমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের লক্ষ মানে ভবিষ্যতে কে, কি হবে তার ওপর একটা রচনা লিখ।
এক ছাত্রকে পায়ের ওপরে পা তুলে দিব্যি বসে থাকতে দেখে স্যার জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে? লিখছ না কেন?
ছাত্র ঃ আমি মন্ত্রী হবো তো। তাই সেক্রেটারী ছাড়া লেখা যাচ্ছে না।

সংগ্রহে : মার্গারীটা শাখী গমেজ